ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষের জেরে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) বন্ধ ঘোষণার পর হল ছেড়েছেন শিক্ষার্থীরা। আপাতত শান্ত হয়ে এসেছে ক্যাম্পাস। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে মঙ্গলবার বিকেলে হল ছাড়েন ছাত্ররা আর বুধবার সকালে ছাড়েন ছাত্রীরা। তবে বিশ্ববিদ্যালয় ও হল বন্ধের সিদ্ধান্তে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভায় আগামী ৫ জুলাই পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও হল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু একইদিন সন্ধ্যায় সিন্ডিকেটের আরেকটি জরুরি সভায় তা ২১ জুন পর্যন্ত কমিয়ে আনা হয়। এই সময়ে শ্রেণি কার্যক্রম, পরীক্ষা ও হল বন্ধ থাকবে। ২২ জুন থেকে রুটিন অনুযায়ী সব কার্যক্রম চলবে।

এদিকে সাধারণ শিক্ষার্থীরা হল ছেড়ে গেলেও ছাত্রলীগের বিভক্ত নেতাকর্মীদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের আশেপাশে অবস্থান করছেন বলে জানা গেছে। এ অবস্থায় নতুন করে যাতে অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে রাখা হয়েছে।

চুয়েটের ছাত্র কল্যাণ উপপরিচালক ড. এটিএম শাহজাহান সমকালকে বলেন, ক্যাম্পাসে শান্তি ফিরিয়ে আনতে চুয়েট বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। একইসঙ্গে শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামুলকভাবে হল ছাড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশনার পর শিক্ষার্থীরা হল ছেড়ে গেছে।

এদিকে হঠাৎ করে হল ছাড়তে বলায় সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়ে যান। বিশেষ করে চট্টগ্রামের বাইরের শিক্ষার্থীরা এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সামাজিক যোগযোগ মাধ্যমেও ক্ষোভ ঝাড়েন অনেক শিক্ষার্থী।

শনি থেকে রোববার পর্যন্ত ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের বিভক্ত দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে অনেকে রামদা, লাঠি, স্ট্যাম্প ও দেশীয় তৈরি বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র নিয়ে মহড়া দেয় ক্যাম্পাসে। এক পক্ষ আরেকপক্ষকে লক্ষ্য করে ইট ছুড়ে মারে। ছাদ থেকে ছোড়া ইটের আঘাতে তৌহিদুর রহমান তামিম নামের যন্ত্রকৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের এক শিক্ষার্থীর মাথা ফেটে যায়।

এছাড়া ল্যাব থেকে ফেরার পথে তড়িৎ কৌশল বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রাফসানের হাতে রামদা দিয়ে কোপ দিয়ে আহত করা হয়। বিভক্ত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন এবং শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলের অনুসারী হিসেবে পরিচিত।